পদ্মদূতকাব্যম্।

কোঁচবিহার দেশস্থ খাগড়াবাটী গ্রামনিবাসি

শ্রীসিদ্ধনাথ বিদ্যাবাগীশ প্রণীতম্

বঙ্গভাষয়াঽনুবাদিতঞ্চ।

কোঁচবিহারাধিপতেঃ প্রধানামাত্য

শ্রীল শ্রীযুক্ত দেওয়ান নীলকমল সান্যাল মহাশয়স্য

সাহায্যেন মুদ্রিতম্।

রাজশক ৩৫৮।

কলিকাতা

নূতন বাঙ্গালা যন্ত্র

সুখিয়ার ষ্ট্রীট নং ১৫।

সম্বৎ ১৯২৫। সন ১২৭৫। জ্যৈষ্ঠ।
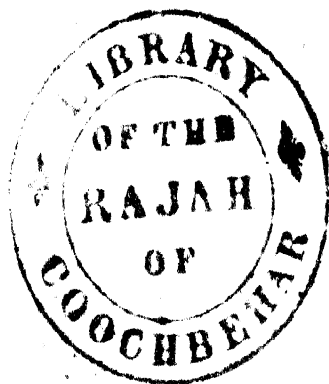
যন্ত্রাধ্যক্ষ

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণগোপাল ভক্ত মহাশয়ের

অনুমত্যনুসারে

শ্রীনবীনচন্দ্র রায় চৌধুরী কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

পদ্মদূতম্।

রামঃ প্রাপ্তো জলনিধিতটং সাম্প্রতং সানুজোঽপি
সুগ্রীবাদ্যৈঃ সহ কপিচয়ৈরেতদাকর্ণ্য দীনা।
সীতা ভর্ত্তুর্বিরহবিধুরা কামবাণপ্রমত্তা
প্রখ্যাতে স্ম ভ্রমতি সহসা কাননেঽশোক নাম্নি ॥ ১ ॥

অনুবাদ।

রাবণ কর্ত্তৃক সীতা অপহৃতা হইলে, সেতু দ্বারা সমুদ্র বন্ধন করণার্থ, সুগ্রীবাদি বানর সহিত রামচন্দ্র উপস্থিত হইয়াছিলেন; লোক প্রমুখাৎ তৎসংবাদ শ্রুত হইয়া সীতার যাদৃশী অবস্থা হইয়াছিল, তাহা বর্ণনা করিতেছেন। লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবাদি কপি সহিত রামচন্দ্র সম্প্রতি সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইয়াছেন, ইহা শ্রবণ করিয়া ভর্ত্তৃবিরহে বিকলা ও দুঃখিতা সীতা, কামবাণ দ্বারা প্রমত্তা হইয়া তদানীন্তন বাসস্থান প্রসিদ্ধ অশোকবনে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছিলেন ॥ ১ ॥

মধ্যে কুঞ্জং সরসি বিমলে মঞ্জুকুঞ্জে তদাপি
শ্রুত্বা গুঞ্জন্মধুকররবো গঞ্জিতো মঞ্জুলাক্ষ্যা।
রে রে ভৃঙ্গাধম নহি মনোরঞ্জনং গুঞ্জনন্তে
যস্মাৎ সঞ্জায়ত ইহ মনোগ্লানিরস্মাম্মমৈষা ॥ ২ ॥

অনুবাদ।

তৎকালে অশোকবনস্থ কুঞ্জমধ্যে বিমল সরোবরে পদ্মমধ্যে গুঞ্জিত ভ্রমরশব্দ শুনিয়া সুন্দরাক্ষী সীতা নিন্দা করিতেছেন, রে ভৃঙ্গাধম! তোমার গুঞ্জন মনোরঞ্জন নহে, যেহেতু এই গুঞ্জন হইতে আমার এক্ষণে ঈদৃশী মনোগ্লানি হইতেছে ॥ ২ ॥

ধীরৈরার্য্যৈর্যদিহ রলয়োরেকতাবাদি নূনং
জ্ঞাতং জ্ঞাতং বচনমপি তৎ সত্যমেবানৃতং ন।
বিচ্ছেদেন প্রকটিতমিদং প্রাণনাথস্য যস্মা-
দ্ধন্তেদানীমলিররিরভূন্মালিকা মারিকা মে ॥ ৩ ॥

অনুবাদ।

পূর্ব্বকালে শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত সকলে "র ল" এই দুইয়ের ঐক্য বলিয়াছেন। আমিও নিশ্চয় তাহা সত্য জানিয়াছি, মিথ্যা নয়। প্রাণনাথের বিচ্ছেদ কর্ত্তৃকই ইহা প্রকাশিত হইয়াছে, যেহেতু ইদানীং আমার অলি অরি হইয়াছে; মালিকা মারিকা হইয়াছে। ফলতঃ বিরহিণী হেতু সীতা অলিকে অরি জ্ঞান করিতেন, এবং মালাকে প্রাণনাশিকা জ্ঞান করিতেন ॥ ৩ ॥

তস্মিন্ কালে পরভৃতকুহূশব্দমাকর্ণ্য সীতা
ভীতাচ্ছাদ্য শ্রবণযুগলং সা করাভ্যাং নিজাভ্যাং।
রে নির্লজ্জাধম তব চ কিং পৌরুষং স্ত্রীসমীপে
নস্যাং পুংসো নিকট ইতি তং কিং বচোভির্ব্বিনিন্দ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ।

সেই কালে পরভৃতের অর্থাৎ কোকিলের কুহূ শব্দ শ্রবণ করিয়া সীতা, ভীতা হইয়া নিজ করদ্বয় দ্বারা কর্ণদ্বয়কে আচ্ছাদিত করিয়া "রে নির্লজ্জাধম! কেবল তোমার স্ত্রীর নিকটই পৌরুষ, পুরুষের নিকট হয় না" ইত্যাদি কুৎসিত বাক্য দ্বারা তাহাকে নিন্দা করিয়াছিলেন ॥ ৪ ॥

পূর্ব্বে কালে কিমপি ন কৃতং শ্রীমতা রাঘবেণ
ভদ্রং প্রাণপ্রতিমপতিনা তীক্ষ্ণধারাস্ত্রপাতৈঃ।
অপ্রাপয্যারুণসুতগৃহানাশু রে কাকপোষ্য
ত্বং পোষ্টারং নয়নযুগলং তস্য কাণীকৃতং যৎ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ।

রে কাকপোষ্য কোকিল! পূর্ব্বকালে প্রাণতুল্য পতি শ্রীমদ্রামচন্দ্র ভাল কর্ম্ম করেন নাই; যেহেতু তোমার পোষণকর্ত্তৃ-কাককে তীক্ষ্ণ ধারাস্ত্রপাত দ্বারা শীঘ্র যমগৃহে না পাঠাইয়া কেবল তাহার নয়নই অন্ধ করিয়াছেন। কাককে যমগৃহে পাঠাইলে পোষকাভাবে তোমার প্রাণধারণের পক্ষে ব্যাঘাত হইত ॥ ৫ ॥

বক্তব্যং বা পিক কিমবলা প্রাণহত্যাতিপাপাৎ
তির্য্যগ্যোনৌ জননমধুনা কৃষ্ণতাভূচ্ছরীরে।
ভক্ষ্যদ্রব্যং তব তরুদলং কাননং বাসভূমিঃ
ক্ষন্তব্যন্তে তদপি নহি রে কিং স্বিদাশ্চর্য্যমেতৎ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ।

অরে কোকিল! তোমাকে আর অধিক কি বলিব? স্ত্রীদিগের প্রাণ-নাশোৎপন্ন অতিশয় পাপ হেতুক এক্ষণে তোমার পক্ষিযোনিতে জন্ম হইয়াছে, এবং শরীরে কৃষ্ণতা হইয়াছে, তরুদল তোমার ভক্ষ্য দ্রব্য, এবং কানন বাসভুমি হইয়াছে। তথাপি তোমার ক্ষমা হয় না? এ কি আশ্চর্য্যের বিষয়! ॥ ৬ ॥

ইত্থং নিন্দাপ্রলপনপরা মেঘশব্দং নিশম্য
তস্মিন্ ভূয়োব্যথিতহৃদয়া সা পরা বাপরাপি।
মূর্চ্ছাং প্রাপ্য প্রিয়তমসখীং ক্ষেপয়িত্বা কিয়ন্তং
কালঞ্চাভূৎ কুসুমবিশিখৈর্ব্ব্যাকুলা প্রাপ্তসংজ্ঞা ॥ ৭

অনুবাদ।

উক্ত প্রকারে নিন্দাপ্রলাপরতা ভগবতী সীতা শ্রেষ্ঠা হইলেও অপরা স্ত্রীর ন্যায় সেই কালে মেঘশব্দ শ্রবণ করিয়া পুনর্ব্বার ব্যথিত-হৃদয়া হইয়া মূর্চ্ছারূপা প্রিয়তম সখীকে পাইয়া কিছুকাল ক্ষেপণ করতঃ প্রাপ্তজ্ঞানানন্তর কামদেবের পুষ্পবাণ দ্বারা ব্যাকুলিতা হইয়াছেন। মূর্চ্ছা দ্বারা উপকার হওনে মূর্চ্ছাই প্রাণপ্রিয়তম সখী হইয়াছে ॥ ৭ ॥

উত্থায়াথো বচননিচয়ৈঃ পঞ্চবাণং নিনিন্দ
ধাত্রা ভদ্রং কৃতমপি পুরা নোকৃতস্তং যদঙ্গী।
ক্রূরৈর্ব্বাণৈস্তদপি সততং বাধসেঽঙ্গীব মেঽঙ্গং
রে রেঽনঙ্গ ত্যজসি ন পুনঃ ক্রূরভাবং কদাপি ॥ ৮ ॥

অনুবাদ।

তদনন্তর সীতা উত্থিতা হইয়া বচন সমূহ দ্বারা কামকে নিন্দা করিয়াছিলেন। রে অনঙ্গ! পূর্ব্বকালে বিধাতা তোমাকে অঙ্গবিশিষ্ট করেন নাই, এটা ভাল কর্ম্ম করিয়াছেন বটে, কিন্তু তথাপি অঙ্গ-বিশিষ্ট ব্যক্তির ন্যায় কঠিন বাণ দ্বারা আমার অঙ্গ বাধন করিতেছ। বোধ হয়, তুমি কখনও নিজের ক্রূরভাব ত্যাগ করিতে পার না। ॥ ৮ ॥

পূর্ব্বং শম্ভোর্নয়নশুচিনা দেহমোজ্ঝ্যাপি পশ্চাৎ
প্রাপ্তোৎপত্তির্নিজবনিতয়া পালিতোঽপ্যগ্রহীস্তাং।
যোষাঃ কিঞ্চ স্বপতিরহিতা বাধসে তীক্ষ্ণবাণৈ-
স্তস্মাদাস্তে বদ মনসিজ ত্বৎপরো লম্পটঃ কঃ ॥ ৯ ॥

অনুবাদ।

অরে মনসিজ অনঙ্গ! তুমি পূর্ব্বকালে মহাদেবের নয়নাগ্নি দ্বারা দেহ পরিত্যাগ করিয়া তৎপর জন্মগ্রহণ করিয়া নিজ বনিতা দ্বারা পালিত হইয়াও তাহাকে গ্রহণ করিয়াছ, এবং পতিরহিতা অর্থাৎ বিরহিণী স্ত্রীগণকে তীক্ষ্ণ বাণাঘাত করিয়া ব্যথিতা কর। অতএব বল দেখি, তোমা হইতে আর অপর লম্পট কে আছে? ॥ ৯ ॥

পূর্ব্বং বায়ো শ্রুতমিতি বচো দেবতানাং বলী ত্ব-
মপ্রামাণ্যং বিদিতমধুনা তত্র বাক্যে ময়ৈব।
উদ্ব্যাক্তস্ত্বং সততমবলা প্রাণনাশায় যস্মা-
ত্তস্মান্নূনং বদ বলবতোলক্ষণং কিং তবাস্তি ॥ ১০ ॥

অনুবাদ।

সীতা কামদেবকে এইরূপ নিন্দা করিয়া বায়ুকে ভৎর্সনা করিলেন। অরে বায়ো! আমি পূর্ব্বে শুনিয়াছি, যে দেবতাদিগের মধ্যে তুমি বলবান, কিন্তু এক্ষণে আমার সে বাক্য অপ্রামাণিক বোধ হইয়াছে, যেহেতু তুমি সর্ব্বদাই অবলাদিগের প্রাণনাশে উদ্যোগী হইয়াছ, অতএব তুমি নিশ্চয় বল দেখি, বলদ্ব্যক্তির লক্ষণ তোমার কি আছে? অর্থাৎ তুমি বলবান্ একথা মিথ্যা ॥ ১০ ॥

যে ভাষন্তেঽয়মনিল জগৎপ্রাণ নামেতি পূর্ব্বে
ভ্রান্তিস্তেষামপর বচনে মূর্খতা জ্ঞায়তেঽদ্য।
যস্মাদেষোঽনল ইব জগৎপ্রাণবৈরী চ কিন্তু
তে ধীরা যেঽস্য বিশিখসমামাশুগাখ্যাং বদন্তি ॥ ১১ ॥

অনুবাদ।

এই বায়ু অনিল নামা ও জগৎপ্রাণ নামা, এইরূপ যে সকল ব্যক্তি বলেন, সে ব্যক্তিগণের পূর্ব্ব বচনে ভ্রান্তি, অদ্য ইহা জ্ঞান হইতেছে; অপর বচনে মূর্খতা জ্ঞান হইতেছে, যেহেতু ইনি অনল তুল্য, এবং জগৎপ্রাণবৈরী, কিন্তু ইহার বাণ তুল্য আশুগ নাম যাঁহারা বলেন, তাঁহারাই পণ্ডিত। এস্থলে অনলকে অনিল বলা ভ্রান্তি, জগৎপ্রাণবৈরীকে জগৎপ্রাণ বলা মূর্খতা। ফলতঃ বিরহিণী সীতা বায়ুকে অনল তুল্য ও জগৎপ্রাণবৈরী ও বাণতুল্যও জ্ঞান করিতেন। ১১ ॥

দৃষ্ট্বা চন্দ্রং রজনি সময়ে ক্লেশিতোবাচ সীতা
ভূয়োভূয়ঃ প্রখরকিরণৈর্ম্মারয়স্যেব কিং মাং।
রে শুভ্রাংশো ভবতি তব কিং নোকলঙ্কস্য শঙ্কা
জ্ঞাতং জ্ঞাতং খলু কিমু ভবেৎ পাপিনাং পাপবারৈঃ ॥ ১২॥

অনুবাদ।

তদনন্তর, নিশাযোগে চন্দ্র দর্শন করিয়া ক্লেশযুক্তা হইয়া সীতা চন্দ্রকে বলিয়াছিলেন, অরে শুভ্রাংশো চন্দ্র! প্রখর রশ্মিদ্বারা কিহেতু বারংবার আমাকে মারিতেছ। তোমার কি কলঙ্কের শঙ্কা হয় না? আমি জানিয়াছি পাপীদিগের পাপসমূহের দ্বারা কি! তুমি নিজে কলঙ্কী, অপর কলঙ্কদ্বারা কি হইবে? অর্থাৎ বিরহিণী সীতা চন্দ্রের কিরণ সহ্য করিতে পারিতেন না। ১২॥

তস্মিন্নস্তং গতবতি বিধৌ সাশ্রুধারাক্ষিযুগ্মং
দীনা প্রাণপ্রিয়সুচরিতং সংস্মরন্তী মুহুঃ সা।
ভ্রামং ভ্রামং দ্বিরদগমনা কাননেঽশোক নাম্নি
ফুল্লং বাপী বিমলকমলে পদ্মমেকং দদর্শ ॥ ১৩॥

অনুবাদ।

পরে চন্দ্র অস্তাচলাবলম্বী হইলে পরদিবস নয়ন হইতে দরদরিত অশ্রুধারা পতিত হইতেছে, এই অবস্থায় দুঃখিতার ন্যায় নিজ পতির সুচরিত্রকে বারংবার স্মরণ করতঃ করিগমনা সীতা, অশোক কাননে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া বনের একদেশে বাপীর নির্ম্মল জলে ফুল্ল অর্থাৎ বিকসিত এক পদ্মকে দেখিয়াছিলেন। ১৩॥

তস্য স্থিত্বা কথমপি পুরো বিস্খলৎ কেশবেশা
খিন্না শীর্ণা প্রিয়বিরহতো বাহ্যসংজ্ঞাবিহীনা।
সংজ্ঞাহীনং বচনরহিতং নিশ্চলং কর্ণহীনং
দৌত্যং কর্ত্তুং কৃতকরপুটা পঙ্কজাতং যযাচে ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ।

তদনন্তর সেই পদ্মের সম্মুখে কোন রূপে কষ্ট স্বীকারে স্থিতা হইয়া স্খলিতকবরী, এবং খেদযুক্তা ও প্রিয়বিরহে কৃশা এবং বাহ্যজ্ঞানরহিতা সীতা কৃতাঞ্জলি হইয়া জ্ঞানরহিত, বাক্যরহিত, চলৎ-শক্তিরহিত, কর্ণরহিত পদ্মকে দূতকর্ম্ম করণার্থ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। বাহ্যজ্ঞানাভাব হেতু এতাদৃশ পদ্মকে দূতকর্ম্ম করণার্থ প্রার্থনা দোষ-দুষ্ট হয় নাই ॥ ১৪ ॥

দৃষ্টোনৈব ক্বচিদপি ময়া ত্বৎসমোরূপবান্ যৎ
স্থিত্বা স্থানে জনবিরহিতে নির্ম্মিতস্ত্বং বিধাত্রা।
কিং ব্যক্তব্যং তব নিরুপমং রূপমীদৃক্ সমীক্ষ্য
সোপ্যানন্দপ্রকটিতমুখঃ সংশ্রিতো বারিজ ত্বাং॥ ১৫ ॥

অনুবাদ।

প্রথমতঃ পদ্মকে স্তুতি করিয়াছেন। হে বারিজ! আমি তোমার সদৃশ রূপবান্ কোন স্থানেই দেখি নাই। নির্জ্জন স্থানে স্থিত হইয়া বুঝি বিধাতা তোমাকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন। রূপের কথা আর অধিক কি বলিব? সেই বিধাতাও তোমার ঈদৃশ রূপ দর্শন করিয়া আনন্দিত বদন হইয়া তোমাকে আশ্রয় করিয়াছেন ॥ ১৫ ॥

পুণ্যস্যাহং তব কমল নো বেদ্মি সীমানমেব
পূর্ব্বং ভার্য্যামুত নিজগুরোরাহরচ্ছীতরশ্মিঃ।
শ্রুত্বা লোকপ্রমুখত ইমাং কিংবদন্তীং কদাপি
পশ্যস্যদ্যাপি চ ন বদনং তস্য যৎ পাপশঙ্কী॥ ১৬॥

অনুবাদ।

হে কমল! আমি তোমার পুণ্যের সীমা জানি না। যেহেতু শীতরশ্মি চন্দ্র পূর্ব্বকালে নিজ গুরু বৃহস্পতির ভার্য্যা তারাকে হরণ করিয়াছিল, কোনকালে এই কিংবদন্তী লোকপ্রমুখাৎ শুনিয়া পাপ আশ-ঙ্কায় অদ্যাপি তুমি তাহার মুখ দেখ না। চন্দ্রোদয়ে পদ্মের গ্লানি হয়, একথা মিথ্যা, কেবল পাপ আশঙ্কায় পদ্ম চন্দ্রের মুখ দেখে না॥ ১৬॥

ভাষন্তে ত্বং দিনকরসখঃ পণ্ডিতা ইত্যজস্রং
যুক্তঞ্চৈতৎ কমল তব যৎ তৎপ্রকাশে প্রকাশঃ।
নূনং যাবচ্ছ্রমনজনকে শোভতে রক্তিমাদি
ত্বয্যাস্তে নাগমনবিধয়ে নোধৃতোংশুঃ সমীপে॥ ১৭॥

অনুবাদ।

হে কমল! তুমি দিনকরের অর্থাৎ সূর্য্যের সখা, পণ্ডিতেরা ইহা সর্ব্বদাই বলেন। সে যুক্ত বটে, যেহেতু তাঁহার প্রকাশে তোমার প্রকাশ হয়, এবং সূর্য্যে যাদৃশী রক্তিমা বর্ত্তুলাদি আছে, তাহা তোমাতেও আছে, কিন্তু তোমার নিকটে মনুষ্য আসিবে বলিয়া, কেবল তাঁহার উগ্ররশ্মি ধারণ কর নাই, উগ্ররশ্মি ধারণ করিলে, তোমার নিকট মনুষ্যাগম দুষ্কর হইত॥ ১৭॥

দৃষ্টৈব ত্বাং গুণচয়যুতং ধৈর্য্যগাম্ভীর্য্যশীলং
পদ্ম স্বান্তে বিদিতমধুনা কার্য্যসিদ্ধির্ভবেন্মে।
নূনং তস্মান্মম সুরমতে যাহি যাহীতি বাক্যং
নো বিশ্রামঃ কথমপি ভবত্যেব তস্য প্রধীর ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ।

হে প্রকৃষ্ট ধীর পদ্ম! তোমাকে সকল গুণপূর্ণ ও ধৈর্য্য-গাম্ভীর্য্য-স্বভাববিশিষ্ট দর্শন করিয়া এক্ষণে আমার কার্য্য সিদ্ধি হইবে, ইহা আমি হৃদয়ে নিশ্চয় জানিয়াছি। অতএব, যাও যাও, এই বাক্যই আমার ক্রীড়া করিতেছে। তাহার আর কোন রূপেই বিরতি হয় না॥ ১৮ ॥

কিং বক্তব্যং ভুবনরুহ তদ্দুঃখমাপ্তং ময়া য-
দ্যস্মিন্কালে কনকহরিণপ্রাণনাশায় রামঃ।
দেবাচাগান্ধরণসময়ং প্রাপ্য তং কৌণপেশো
ধৃত্বা কেশানদয়হৃদয়োমাহরৎ প্রাহরচ্চ ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ।

সীতা এক্ষণে পদ্মের নিকট মনোদুঃখ আবেদন করিতেছেন। হে ভুবনরুহ! আমি পূর্ব্বে যে দুঃখ পাইয়াছি, তাহা আর কি বলিব? যে কালে সুবর্ণ মৃগের প্রাণনাশার্থ রামচন্দ্র ও দেবর লক্ষ্মণ স্থানান্তরে গিয়াছিলেন, সেই হরণের যোগ্য সময় পাইয়া নির্দ্দয়-হৃদয় রাবণ কেশ ধারণ করিয়া আমাকে হরণ করিয়াছিল, এবং প্রহারও করিয়াছিল। যদ্যপি হরণকালে হস্তে ধারণ করিয়াছিল ও কেশে ধরে নাই, প্রহারও করে নাই, তথাপি অতিশয় দুঃখ জ্ঞাপনার্থ সীতা এ কথা বলিয়াছেন॥ ১৯ ॥

সম্ভাব্যং নো কনকহরিণপ্রোদ্ভবস্য ক্বচিচ্চ
দৃষ্ট্বা হৈমং তদপি হরিণং লোভযুক্তা তদাসং।
রামোঽপ্যন্তর্বিদিতভুবনো জ্ঞানদো বিস্মৃতোভূ-
দাপৎকালে ভবতি মলিনা প্রায়শো ধীরবুদ্ধিঃ॥ ২০॥

অনুবাদ।

হে ধীর! কোন কালেও সুবর্ণ মৃগের জন্ম সম্ভব হয় না; তথাপি সুবর্ণ মৃগ দেখিয়া আমি তৎকালে লোভযুক্তা হইয়াছিলাম। অন্তর্যামী ও জ্ঞানদাতা যে রাম, তিনিও বিস্মৃত হইয়াছিলেন। অতএব বোধ হইতেছে যে, আপৎকালে প্রায় বুদ্ধি মলিনা হয়॥ ২০॥

যুদ্ধং তস্মিন্নহহ কৃতবান্ পক্ষিরাজো জটায়ুঃ
কোপাপূর্ণঃ সহ মমকৃতে রাবণেনাত্মশক্ত্যা।
কিং বক্তব্যং তদপি ন স মাং শক্ত উদ্ধর্ত্তুমেবং
জ্ঞাতং তস্মাদ্ভুবনরুহ হে ভালদোষো মমৈষঃ॥ ২১॥

অনুবাদ।

আহা! আমার হরণসময়ে আমার নিমিত্ত পক্ষিরাজ জটায়ু কুপিত হইয়া আত্মশক্ত্যনুসারে রাবণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি আমাকে উদ্ধার করিতে শক্ত হন নাই। অতএব হে ভুবনরুহ! ইহা আমি জানিয়াছি যে, এ আমার কপালেরই দোষ॥ ২১॥

দৃষ্ট্বা পশ্চাত্তরুবরতলে বানরান্ পঞ্চ মুখ্যা-
নুচ্চৈঃশব্দৈঃ সবিনয়বচো রোদনঞ্চাকৃতং মে।
কষ্টং দৃষ্ট্বা তদপি নহি তৈঃ কিঞ্চিদপ্যুক্তমজ্ঞ
মূনং প্রায়ো বিপদি ন জনো ভাষতে হেলয়াপি ॥ ২২ ॥

অনুবাদ।

হে অজ্ঞ! তদনন্তর এক বৃক্ষতলে প্রধান পঞ্চ বানরকে দেখিয়া আমি উচ্চশব্দে বিনয়বাক্য বলিয়াছিলাম ও ক্রন্দনও করিয়াছিলাম। তথাপি আমার কষ্ট দেখিয়া তাহারা কিছুই বলে নাই। লোকের বিপৎ সময় উপস্থিত হইলে, যে হেলাক্রমেও কোন ব্যক্তিই কিছু বলে না, এ কথা নিশ্চয় ॥ ২২ ॥

শীতাংশুর্ম্মেঽহিমকরসমো বজ্রবৎ কোকিলস্য
রম্যঃশব্দো বিষমিব রসশ্চন্দনস্যাপি মেঽদ্য।
বায়ুস্পর্শো গ্লপয়তি মনোঽরুন্তুদো ভৃঙ্গশব্দো
বামে বেধস্যহহ সহসা কষ্টদাঃ সর্ব্ব এব ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ।

অদ্য আমার সম্বন্ধে শীতাংশু, অহিমকর অর্থাৎ সূর্য্য সদৃশ হইয়াছে, কোকিলের মনোহর শব্দও বজ্রের ন্যায় হইয়াছে, চন্দনের যে রস সেও বিষবৎ হইয়াছে, বায়ুস্পর্শ মনোগ্লানিকর হইয়াছে এবং ভৃঙ্গ-শব্দও অরুন্তুদ অর্থাৎ মর্ম্ম-ব্যথাকর হইতেছে। আহা! বিধাতা বাম হইলে সহসা সকলেই কষ্টদ হইয়া উঠে ॥ ২৩ ॥

পাপং কর্ম্মাচরিতমুত নো জাতু কস্যাপি পুংসো
নার্য্যাবাপি ক্ষণমপি ময়া নো কৃতা মন্দচেষ্টা।
দুঃখাম্ভোধৌ তদপি ভবতা দুস্তরে পাতিতাহং
হা হা ধাতঃ কঠিন করুণা ত্বাং রুণদ্ধ্যেব কিং ন॥ ২৪॥

অনুবাদ।

এক্ষণে বিধাতাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন। অহো! কঠিন বিধাতঃ! আমি কোন কালে স্বপ্নেও পাপকর্ম্ম আচরণ করি নাই, এবং কোন পুরুষের কি স্ত্রীর মন্দ চেষ্টাও ক্ষণকালের নিমিত্ত করি নাই। তথাপি দুস্তর দুঃখসাগরে আমাকে পাতিতা করিয়াছ। হা! তোমাকে করুণা কি আবরণ করে না? অর্থাৎ তোমার কি করুণা হয় না? ॥ ২৪ ॥

আদিত্যাদ্যা অশুভশুভয়োঃ কর্ম্মণোঃ সাক্ষিণোত্র
মূর্খা এবানিশমিতি বচঃ সংবদন্তি প্রবীরাঃ।
নৈব প্রাণপ্রিয়রঘুপতেঃ সন্নিধানে যদেতে
ক্রূরং রক্ষোধিপতিচরিতং পদ্ম কর্ম্মাব্রুবন্ ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ।

হে পদ্ম! এই জগতীতে আদিত্যাদি নয় ব্যক্তি শুভাশুভ কর্ম্মের সাক্ষী, এ কথা মূর্খেরাই বলিয়া থাকে, প্রশস্ত পণ্ডিতেরা বলেন না, যেহেতু রাবণ কর্তৃক আচরিত যে ক্রূর কর্ম্ম অর্থাৎ আমার অপহরণ, তাহা রামের নিকট ইহারা বলে নাই। সাক্ষী থাকিলে অবশ্যই বলিত। তাহা হইলে আমার দুঃখও খণ্ডিত হইত ॥ ২৫ ॥

গত্বাদ্যৈতদ্দশমুখকৃতং কর্ম্মসর্ব্বং নিবেদ্যং
ভূয়োভূয়ো নলিন নিকটে রামচন্দ্রস্য যত্নাৎ।
তীর্ত্ত্বা শীঘ্রং জলধিসলিলং তীক্ষ্ণধারাস্ত্রপাতৈ-
র্হন্তব্যোঽয়ং বচনমিতি চাবেদনীয়ং ত্বয়ৈব ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ।

সীতা পদ্মকে করণীয় কর্ম্মে আদেশ করিয়াছিলেন। হে নলিন! তুমি অদ্য গমন করিয়া রামচন্দ্রের নিকট রাবণকৃত কর্ম্মসকল বারংবার যত্নপূর্ব্বক আবেদন করিও, আর শীঘ্র সমুদ্রজল পার হইয়া তীক্ষ্ণধারাস্ত্রপাত করতঃ এই রাবণকে নাশ কর, এ কথাও জানাইও ॥ ২৬ ॥

ক্বান্নং মিষ্টং ক্ব চ তরুফলং ক্ব ক্ষিতীশঃ ক্ব দীনঃ
সৌধঃ কুত্র ক্ব বিটপিতলং কুত্র বস্ত্রং ক্ব বল্কং।
শয্যা কুত্র ক্ব চ তরুদলং ক্বাঙ্গরত্নং ক্ব ধূলী
নূনং তস্যাম্বুজ কৃতমিদং বৈপরীত্যং বিমাত্রা ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ।

সীতা পূর্ব্বকথা স্মরণ করিয়া আক্ষেপ করিয়াছিলেন। হে অম্বুজ! পূর্ব্বে সেই রামের ভোজনার্থ কোথায় মিষ্ট অন্ন ছিল, কোথায় তরুফল হইয়াছে। কোথায় রাজা হইতেন, কোথায় দীন হইয়াছেন। বাসস্থান কোথায় সৌধ ছিল, কোথায় বৃক্ষতল হইয়াছে। পরিধেয় কোথায় বস্ত্র ছিল, কোথায় বল্কল হইয়াছে। শয়নার্থ কোথায় শয্যা ছিল, কোথায় তরুদল হইয়াছে। কোথায় অঙ্গে রত্নভূষণ ছিল, কোথায় ধূলীভূষণ হইয়াছে। ঈদৃশ বৈপরীত্য তাঁহার বিমাতা কেকয়ী হইতেই হইয়াছে ॥ ২৭ ॥

যস্মিন্‌কালে কিল সহ ময়া লক্ষ্মণেনাপি তেন
গেহং ত্যক্ত্বা কমল গহনং সংপ্রবিষ্টং তদোক্তং।
ন স্থাতব্যং ক্ষণমপি ময়া প্রাণতুল্যে বিনা ত্বাং
কুত্রাপ্যস্যাভবদহহ সা কূর্ম্মলোমেব বাণী॥ ২৮॥

অনুবাদ।

হে কমল! যে কালে আমার ও লক্ষ্মণের সহিত রামচন্দ্র গৃহ পরিত্যাগ করিয়া বনে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তৎকালে তিনি বলিতেন, হে প্রাণতুল্যে! আমি তোমাকে ত্যাগ করিয়া কোন স্থানে ক্ষণকালের নিমিত্তও নিশ্চয় থাকিব না। আহা! তাঁহার বাক্য এক্ষণে কূর্ম্মলোম তুল্য হইল, অর্থাৎ মিথ্যা হইল॥ ২৮॥

দৃষ্টির্নৈব ক্ষণমপি কৃতান্যত্র বক্ত্রং বিনা মে
ভিন্নস্থানে শয়নমশনং ভিন্নপাত্রে কৃতং ন।
হারোনারোপিত উত গলে তেন বিশ্লেষভীত্যা
হন্তেদানীং ব্যবধিরভবৎ সিন্ধুশৈলদ্রুমাণাং॥ ২৯॥

অনুবাদ।

সেই নাথ রামচন্দ্র ক্ষণকালের নিমিত্তও আমার বক্ত্র বিনা অন্য স্ত্রীতে দৃষ্টিপাত করিতেন না, এবং আমাকে ত্যাগ করিয়া ভিন্ন স্থানে শয়ন ও ভিন্ন পাত্রে ভোজন করিতেন না। বিরহভয়হেতু হারও গলে আরোপিত করিতেন না। হা! ইদানীং সমুদ্র-পর্ব্বত-বৃক্ষের ব্যবধানও হইল॥ ২৯॥

অল্পাঘাতো ময়ি যদভবৎ তত্তনৌ শূলতুল্যঃ
শুষ্কে বক্ত্রে মম খলু তৃষা নূনমুৎকণ্ঠিতঃ সঃ।
যানাশক্তৌ প্রকলিতকরঃ পদ্ম মে পীড়িতাঙ্ঘ্র্যা
মন্দং যাতোবত বিধিবশান্নাদ্য সাক্ষাৎকৃতঞ্চ ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ।

হে পদ্ম! আমার গাত্রে অল্পাঘাত হইলে, তাঁহার শরীরে শূল তুল্য হইত। তৃষ্ণাদ্বারা আমার বক্ত্র শুষ্ক হইলে তিনি উৎকণ্ঠিত হইতেন। পায়ে ব্যথা হইয়া আমার শক্তি রহিত হইলে, তিনি আমার হস্ত গ্রহণ করত মন্দ মন্দ গমন করিতেন। হা! বিধি-বশতঃ অদ্য তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকারও নাই ॥ ৩০ ॥

যেন শ্রান্তে বপুষি সহসা বীজিতং স্বাংশুকেন
দত্তং মেহম্ভঃ ফলমপি তৃষা ব্যাকুলায়ৈ ক্ষুধা চ।
নিদ্রাকালে দলবিরচিতা পদ্ম শয্যা চ দত্তা
নো দৃষ্ট্বা তং ভবতি হৃদয়ং সংবিদীর্ণং মমাদ্য ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ।

যে নাথ আমার শরীর শ্রান্ত হইলে তৎক্ষণাৎ নিজ বস্ত্র দ্বারা বায়ু সঞ্চালন করিতেন। আমি তৃষ্ণা ও ক্ষুধা দ্বারা ব্যাকুলা হইলে, জল ও ফল দিতেন। আমার নিদ্রাকালে পত্রবিরচিত শয্যা দিতেন। হা! তাঁহাকে না দেখিয়া অদ্য হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে ॥ ৩১ ॥

তস্যোপান্তে গমনমুচিতং মন্নিমিত্তং ততোঽজ্জ
তেনাবশ্যাং বিরহজলধিং সন্তরিষ্যামি সদ্যঃ।
সংসুখ্যাতিস্তব চ ভবিতা রামচন্দ্রান্তিকে য-
দ্বার্ত্তামুক্ত্বাপহৃতমমুনা দুঃখমুর্ব্বীসুতায়াঃ॥ ৩২॥

অনুবাদ।

সীতা পদ্মকে এক্ষণে গমনের প্রয়োজন দেখাইতেছেন। হে অব্জ! অতএব আমার নিমিত্ত রামচন্দ্রের নিকট তোমার গমন উচিত। তুমি গমন করিলে আমি শীঘ্রই বিরহজলধি পার হইব, এবং তোমারও এই সুখ্যাতি হইবে, যে ইনি রামচন্দ্রের নিকট সংবাদ বলিয়া সীতার দুঃখ অপহরণ করিয়াছেন॥ ৩২॥

গত্বৈতস্মৈ কমল বচনং পুণ্ডরীকাক্ষসাক্ষা-
দাখ্যাতব্যং কিমু ন বিদিতো বিক্রমো যাদৃশস্তে।
যস্মিন্ ভগ্নাঃ প্রবরবলিনো হেলয়া শম্ভুদত্ত-
মুত্তোল্যৈবাচিরমতিবৃহৎ কার্ম্মুকং ভঞ্জিতং তৎ॥ ৩৩॥

অনুবাদ।

হে কমল! অদ্য গমন করিয়া আমার এই কথা পুণ্ডরীকাক্ষ রামের সাক্ষাৎ বলিও, যে হে রাম! তোমার যাদৃশ বিক্রম, তাহা কি আমরা জানি নাই? যাহাতে প্রধান বলিষ্ঠ ব্যক্তিরা ভগ্ন হইয়াছেন, এমন যে বৃহৎ শিবদত্ত ধনু, তাহা অনায়াসেই উত্তোলন করিয়া অচিরকালেই ভঞ্জন করিয়াছ॥ ৩৩॥

পশ্চাদুচ্চৈর্ভৃগুপতিবলং যৎকৃতং কৈর্ন দৃষ্টং
রক্ষোবৃন্দং দিবসমধিকং নাভবন্মারিতঞ্চ।
স ত্বং রামঃ স চ তব শরস্তদ্বলঞ্চাস্তি তত্তেহ-
দ্যাপি ক্রূরে জড়তি ন কথং রাবণে বাণপাতঃ॥ ৩৪॥

অনুবাদ।

তৎপর, ভৃগুরামের ক্ষত্রিয় কুলান্তকারী যে অতি বল, তাহার তুমি যে করিয়াছ, তাহা কে দেখে নাই? অধিক দিন হয় নাই, কতকগুলি রাক্ষসও মারিয়াছ। তুমি সেই রামও বট, তোমার সেই শর ও সেই বলও আছে, তবে কেন অদ্যাপি ক্রূর রাবণে তোমার বাণপাতে ব্যথিত করে না?॥ ৩৪॥

একং নামাম্বুজ তব চ মে পদ্ম পদ্মেতি ধীরৈ-
রাকারোয়ং য ইহ স কৃতঃ স্ত্রীতি বিজ্ঞাপনায়।
দুঃখং দৃষ্ট্বা তদপি যদি নো গচ্ছসি প্রাণমিত্র
কোন্যো গচ্ছেদ্বদ রঘুপতেঃ সন্নিধিং মদ্ধিতায়॥ ৩[illegible]॥

অনুবাদ।

এক্ষণে অন্যকে না বলিয়া পদ্মকে যাইতে বলার পক্ষে কারণ দেখাইতেছেন। হে অম্বুজ! তোমার নাম পদ্ম, আমার নাম পদ্মা। উভয়েরই এক নাম, তবে যে পদ্মা স্থলে পণ্ডিতেরা আকার করিয়াছেন, সে কেবল স্ত্রী-জ্ঞাপনার্থ। অতএব হে প্রাণমিত্র! আমার দুঃখ দেখিয়া যদি তুমি গমন না কর, বল দেখি? তবে আমার হিতার্থ অন্য আর কে যাইবে?॥ ৩৫॥

প্রস্থানার্থং কিল রঘুপতেঃ সন্নিধাবব্জ নাল-
ব্যাজাদ্দণ্ডোধৃত ইতি ময়া জ্ঞায়তে চাধুনা ভোঃ।
কিঞ্চাসন্নস্থিতদলমিষাদাহৃতঞ্চাতপত্রং
তস্মাদযানং তব ন ভবিতা শ্রোষ্যতীদং বচঃ কঃ॥ ৩৬॥

অনুবাদ।

পদ্মের গমনেচ্ছা নাই, সীতা এক্ষণে তাহা খণ্ডন করিতেছেন। হে অব্জ! রঘুপতির নিকট গমনার্থ তুমি নাল ধারণচ্ছলে দণ্ড ধারণ করিয়াছ, ইহা আমি এক্ষণে জানিতেছি; এবং নিকটস্থ পত্রচ্ছলে ছত্র আনয়ন করিয়াছ। অতএব তোমার সে স্থানে গমন হইবে না, এ বাক্য তোমার কে শুনিবে? ॥ ৩৬ ॥

দৌত্যে কার্য্যে কিমপি ভবতো গর্হণং নাস্তি লোকে
পূর্ব্বং শম্ভুপযমসময়াৎ কর্ত্তুমুদ্বাহচেষ্টাং।
প্রাপ্যাদেশং মনসিজরিপোঃ পদ্ম সপ্তর্ষয়োপি
দূতাঃ সন্তো হিমশিখরিণং প্রস্থিতা ন শ্রুতং কিং॥ ৩৭॥

অনুবাদ।

নিন্দনীয় কর্ম্ম হেতু দৌত্য কার্য্য না করার বিষয় এক্ষণে সীতা খণ্ডন করিতেছেন। হে পদ্ম! দৌত্যকার্য্য করিলে লোকে তোমার কিছুই নিন্দা নাই। মহাদেবের বিবাহ সময়ের পূর্ব্বে বিবাহ চেষ্টা করণার্থ মহাদেবের আজ্ঞা পাইয়া সপ্তর্ষিরাও দূত হইয়া হিমালয়ে গমন করিয়াছিলেন; তাহা কি শ্রবণ কর নাই? ॥ ৩৭ ॥

কিং যানং স্যাদ্ধরণীতনয়ে নৈব পাদৌ যতো মে
নৈতদ্বাচ্যং সকৃদপি সখে ছদ্মবাক্যং মদারাৎ।
যজ্জাতস্য প্রকটচরণৌ ব্রহ্মণস্তস্য ন স্তঃ
কে বা বাক্যং শৃণুয়ুরিতি যৎ কারণং কার্য্যমেব ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ।

হে ধরণীতনয়ে সীতে! সে স্থানে আমার কি রূপে গমন হইবে, যেহেতু গমনের কারণীভূত যে চরণ তাহাই আমার নাই। হে সখে! পদ্ম! এতাদৃশ ছদ্মবাক্য আমার নিকট একবারও বলিও না। তোমা হইতে জাত হইয়াছেন যে ব্রহ্মা, তাঁহার প্রকাশিত চরণদ্বয় আছে, তাঁহার কারণ তুমি। কিন্তু তোমার পা নাই, এ কথা কে শুনিবে? যেহেতু যাদৃশ কার্য্য, তাদৃশ কারণ, ইহা সুপ্রসিদ্ধই আছে ॥ ৩৮ ॥

ক্রোশস্যান্তে জলনিধিজলে ক্ষালয়িত্বাঙ্ঘ্রিযুগ্মং
যায়াঃ কিঞ্চ ক্ষণমপি সখে বৃক্ষমূলে চ তিষ্ঠেঃ।
কুর্য্যাঃ স্নানং নলিন সময়ে ভোজনাদিক্রিয়াশ্চ
নৈতদ্বাক্যং ক্বচিদপি সকৃৎ খণ্ডনীয়ং ত্বয়া মে ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ।

পথিমধ্যে কি রূপ আচরণ করিতে হয়, তাহা এক্ষণে পদ্মকে বলিতেছেন। হে সখে নলিন! ক্রোশ পর্য্যন্ত গমন করিলে সমুদ্র জলে চরণদ্বয় প্রক্ষালন করিয়া পুনর্ব্বার গমন করিও, এবং বৃক্ষমূলে ক্ষণকাল বিশ্রামার্থ বসিও, এবং যথাকালে স্নান ও ভোজনাদি ক্রিয়াও করিও। আমার এই বাক্য কদাচ একবারও খণ্ডন করিও না। নচেৎ অতিশয় কষ্ট হইবে ॥ ৩৯ ॥

স্বচ্ছন্দং ত্বং ব্রজ রঘুপতেঃ সন্নিধিং নৈব বৃষ্টিং
রৌদ্রঞ্চাপি ত্বদুপরি করিষ্যত্যয়ং ত্বৎসখোঽর্কঃ।
নব্যা সৃষ্টিস্তব চ ভবিতা পদ্ম শীতাংশু শব্দোঽ-
দ্য গ্লৌবাচী নন্বু বিধিকৃতোপ্যর্কবাচী চ যৎ স্যাৎ ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ।

বৃষ্টি রৌদ্র প্রতিবন্ধক হেতু পদ্মের গমনাভাব এক্ষণে খণ্ডন করিতেছেন। হে পদ্ম! তুমি স্বচ্ছন্দরূপে রঘুনাথের নিকট গমন কর। তোমার উপরি সূর্য্য কখনই রৌদ্র ও বৃষ্টি করিবেন না, কিন্তু তোমা হইতে অদ্য একটি নূতন সৃষ্টি হইবে, যেহেতু বিধি-কৃত চন্দ্রবাচক যে শীতাংশু শব্দ, তাহা সূর্য্যবাচীও হইবে, অর্থাৎ তোমার সখা সূর্য্য, তিনি তোমার সুখগমনার্থ শীত-রশ্মি হইবেন ॥ ৪০ ॥

তেন গ্লানিস্তব ন হি বিধোঃ শীতভা হ্যত্র হেতু-
র্যান্নান্যস্যাব্যবহিতপরত্বস্য দানে গুরুত্বাৎ।
শীতাংশুশ্চেদ্ব্যভিচরতি না চন্দ্রকান্তস্য সত্ত্বাৎ
তস্মাৎ সা স্যান্নবদ যদিদং ন শ্রুতং ক্বাপি কেন ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ।

সূর্য্যের শীতরশ্মি দ্বারা পদ্মের গ্লানি হইবে না, এক্ষণে ইহা বলিতেছেন। হে পদ্ম! সেই সূর্য্যের শীতরশ্মি দ্বারা তোমার গ্লানি হইবে না; যেহেতু গ্লানি বিষয়ে চন্দ্রের শীতরশ্মি

কারণ। অন্যের শীতরশ্মি কারণ হইতে পারে না। যদি উভয়ের শীতরশ্মিকে কারণ বল, তবে ব্যভিচার বারণার্থ অব্যবহিত-পরত্ব দিতে হইবে। তাহা হইলেই অত্যন্ত গৌরব হইয়া উঠে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, গ্লানির প্রতি সূর্য্যের শীতরশ্মি ও চন্দ্রের শীতরশ্মি উভয় কারণ হইলে, গ্লানি স্থলে উভয় কারণ থাকা আবশ্যক। কেবল এক চন্দ্রের শীতরশ্মি দ্বারা গ্লানি হইলে কারণাভাবে কার্য্যাভাব, এই ব্যতিরেক নিয়মের ব্যভিচার হয়, তদ্বারণার্থ কার্য্যাংশে অব্যবহিতপরত্ব দিতে হয়; তাহা হইলে সূর্য্য শীতরশ্মির অব্যহিতপর জায়মান গ্লানির প্রতি সূর্য্যের শীতরশ্মি কারণ, চন্দ্র শীতরশ্মির অব্যবহিতপর জায়মান গ্লানির প্রতি চন্দ্রের শীতরশ্মি কারণ; এই রূপ হওনে আর ব্যভি-চার হয় না। কিন্তু অব্যহিতপরত্ব দিলে তল্লক্ষণ স্বঘটিত হইয়াছে বলিয়া আর্থিকেরা মহা গৌরব স্বীকার করেন। যেহেতু সামান্যাকারে উপস্থিত না হইয়া স্বশব্দ দ্বারা তত্তদ্ব্যক্তি পুরস্কা[illegible]র উপস্থিত হওনে কার্য্য কারণের আনন্ত্যাপত্তি হয়, ইহা অ[illegible]স্ত্রে প্রসিদ্ধ আছে। অতএব সূর্য্যের শীতরশ্মিকে গ্লানির কারণ বলা যায় না। যদি সামান্যাকারে শীতাংশুই গ্লানির কারণ ইহা বল, তবে চন্দ্রকান্তমণির শীতাংশু দ্বারাও তাহা হইবার সম্ভব, নচেৎ কারণ সত্ত্বে কার্য্যসত্ত্ব রূপ অন্বয় নিয়মের ব্যভিচার হয়; চন্দ্রকান্তমণির শীতাংশু হইতেও গ্লানি হয়, ইহা বলিও না। যেহেতুক এ কথা কোন স্থানে কেহই শুনেন নাই॥ ৪১॥

বাষ্পাম্ভোভির্ম্মম যদি চিরং পদ্ম হে পঙ্কিলোভূ-
দগ্রে পন্থাস্তদপি গমনে নৈব কষ্টং তব স্যাৎ।
সূনোঃ কষ্টং কিমুত কুরুতে ব্রূহি তাতঃ কদাপি
প্রস্থানন্তে বিদিতমধুনা তত্র তন্নির্ব্বিরোধং ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ।

পন্থা কর্দ্দমযুক্ত হেতু পদ্মের গমন ঘটে না, ইহা সম্প্রতি খণ্ডন করিতেছেন। হে পদ্ম! যদি আমার নয়নজল দ্বারা অগ্রে পন্থা পঙ্কযুক্ত হইয়াছে, তথাপি তোমার গমনে কষ্ট হইবে না। বল দেখি পিতা কি কখন পুত্রকে কষ্ট প্রদান করিয়া থাকেন, কদাপি করেন না, অতএব সে স্থানে তোমার গতির আর বিরোধ নাই, ইহা আমি অদ্য জানিলাম ॥ ৪২ ॥

ত্যক্তং কায়ং দধিচিমুনিনা নূনমন্যোপকৃত্যৈ
ভূতেশাক্ষিপ্রবলশুচিনা কামদেবেন পূর্ব্বং।
গঙ্গানীতা কঠিনতপসা সূর্য্যবংশোদ্ভবেন
রাজ্ঞা প্রায়ো ভবতি মহতাং জন্ম বিশ্বোপকৃত্যৈ ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ।।

পরের উপকারার্থে প্রধান ব্যক্তিদিগের জন্ম হয়, ইহা এক্ষণে দেখাইতেছেন। অন্যের উপকারার্থে দধিচি মুনি শরীর পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। মহাদেবের নয়নোৎপন্ন প্রবল বহ্নি দ্বারা কামদেবও শরীর পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। এবং অন্যোপকারার্থ সূর্য্য-বংশোদ্ভব ভগীরথ রাজা কঠিন তপস্যা করিয়া গঙ্গাকে পৃথিবীতে আনিয়াছিলেন। প্রায় সংসারের উপকারার্থই মহদ্ব্যক্তিরা জন্ম-গ্রহণ করিয়া থাকেন ॥ ৪৩॥

আস্তামগ্রে জলধিরধুনা তং তরিষ্যস্যবশ্যং
তস্মাৎ কিঞ্চিদ্ভয়মপি ন তে ভাবি পাথোজ নূনং।
রামং স্মৃত্বা তরতি সহসা ঘোরসংসারসিন্ধুং
ব্রূহি ক্ষুদ্রাম্বুনিধিতরণে তং স্মরন্ কোভয়ী স্যাৎ॥ ৪৪॥

অনুবাদ।

সমুদ্র অগ্রে থাকিলেও তাহা পার হইতে ভয় হইবে না, ইহা এক্ষণে বলিতেছেন। হে পাথোজ! অগ্রে সমুদ্র আছে, থাকে না কেন, ইদানীং অবশ্যই আহা পার হইবে, তাহা হইতে নিশ্চয় তোমার কিছুই ভয় হইবে না। রামকে স্মরণ করিলে অচিরকালেই ঘোর সংসার-সাগর পার হয়। বল দেখি, সেই রামকে স্মরণ করিলে, ক্ষুদ্র সমুদ্র-তরণে কোন্ ব্যক্তির ভয় হইবে? কাহারো হইবে না॥ ৪৪॥

স্বচ্ছন্দং ত্বং ব্রজ ভজ ভয়ং রাক্ষসেভ্যো ন ধীর
পশ্যন্তস্ত্বাং নয়নসুভগং কিং দয়ার্দ্রা ন তে স্যুঃ।
ত্বং তৈঃ পান্থৈরপি নরগণৈস্তাদৃশো যাচিতোপি
তিষ্ঠেস্তত্র ক্ষণমপি সখে নৈব কার্য্যানুরোধাৎ॥ ৪৫॥

অনুবাদ।

রাক্ষস হইতেও পদ্মের ভয় হইবে না, ইহা এক্ষণে বলিতেছেন। হে ধীর! তুমি স্বচ্ছন্দরূপে যাও, রাক্ষস হইতে ভয় পাইও না। তোমাকে নয়নপ্রিয় দর্শন করিয়া, তাহারা কি দয়ার্দ্র হইবে না? অবশ্যই হইবে। কিন্তু হে সখে! তাদৃশ অর্থাৎ নয়নপ্রিয় তুমি রাক্ষসকর্ত্তৃক ও অন্য পথিক নরকর্ত্তৃক প্রার্থিত হইলেও কার্য্যানুরোধবশতঃ সে স্থানে ক্ষণকালও থাকিও না, সে স্থানে থাকিলে তোমার করণীয় কার্য্যের বিলম্ব হইবে॥ ৪৫॥

ত্যক্ত্বা জন্মাবনিমহমিমাং নিশ্চিতং ন ব্রজামি
যস্মাদ্দুঃখং পথি মম ভবেদ্ভাষসে চেদিতি ত্বং।
সত্যং তস্মিন্ যদি তব গতির্নোভবেন্মে ভবেত্ত-
ন্মৃত্যুর্দুঃখং নরকমপি তে ভব্যমস্মিন্ পরত্র॥ ৪৬॥

অনুবাদ।

হে সীতে! এই জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া আমি নিশ্চয়ই যাইব না, যেহেতু পথি যাইতে দুঃখ হইবে, যদি ইহা বল, এ সত্য, ইহা বলিতে পার; কিন্তু যদি তোমার সে স্থানে গমন না হয়, তবে আমার মৃত্যু হইবে এ কথা নিশ্চয়। তাহা হইলে, তোমার পথিগমনের দুঃখাপেক্ষায় এ অধিক ঐহিক দুঃখ হইবে, এবং পারত্রিক নরকগামীও তুমি হইবে। এস্থলে যাহা বিবেচনা হয়, তাহাই কর॥ ৪৬॥

সত্যং মন্যে শমনজনকপ্রাণমিত্রস্য নূনং
ভীতির্মৃত্যোরপি ন হি তবাস্তে চিরং পঙ্কজাত।
অন্যং শঙ্কাস্পদমুত তবেহাস্তি কিং বা বদ ত্বং
গচ্ছাদ্যৈব দ্রুততরমহো কিং ফলং স্যাদ্বিলম্বে॥ ৪৭॥

অনুবাদ।

মৃত্যু হইতেও পদ্মের ভয় নাই, ইহা অধুনা বলিতেছেন। হে পঙ্কজাত! আমি ইহা সত্য সত্যই মানি, যে শমনজনকের মিত্র তুমি, মৃত্যু হইতেও তোমার চিরকালই ভয় নাই। বল দেখি? তোমার এই পথি অন্য আর শঙ্কা স্থান কি আছে? অতএব শীঘ্রই গমন কর। বিলম্বে আর কি ফল হইবে?॥ ৪৭॥

তস্মাদ্ব্যাঘ্রাদিভিরপি ভয়ং হিংস্রকৈস্তে ভবেন্নো
আস্তে কো বা জগতি ভবতো ভীতিহেতুঃ সরোজ।
ক্ষুদ্রাঃ সন্তু ব্রজ লঘুগতির্নির্ভয়ং ত্বৎপ্রসাদা-
ন্নূনং দূরীভবতু মম হে অদ্য তদ্বিপ্রয়োগঃ॥ ৪৮॥

অনুবাদ।

ব্যাঘ্রাদি হইতেও ভয় নাই, ইহা সম্প্রতি বলিতেছেন। হে সরোজ! মৃত্যু হইতে ভয় না থাকায় হিংস্রক ব্যাঘ্রাদি হইতেও তোমার ভয় হইবে না। এই জগতীতে আর তোমার ভয়ের কারণ কে আছে? ক্ষুদ্র জন্তুরা থাকিলেও ক্ষতি নাই, তুমি নির্ভয় হইয়া দ্রুতগতি গমন কর। তোমার প্রসাদাৎ আমার অদ্যই রামের বিচ্ছেদ নিশ্চয় দূর হউক॥ ৪৮॥

তস্যোপান্তে ত্বয়ি বনরুহ প্রস্থিতে বংশবর্য্য-
সূর্য্যস্যায়ং পরমসুহৃদিত্যম্বুজাক্ষোঽতিযত্নাৎ।
সুগ্রীবোঽপি স্বপিতৃসখ ইত্যেব মানং প্রকুর্য্যা-
দন্যে কুর্য্যুঃ কিমুত কপয়ো রামসুগ্রীবভৃত্যাঃ॥ ৪৯॥

অনুবাদ।

সে স্থানে পদ্ম অমান্য হইবেন না, এক্ষণে ইহা বলিতেছেন। হে বনরুহ! তুমি রামচন্দ্রের নিকট গমন করিলে, ইনি বংশশ্রেষ্ঠ সূর্য্যের পরম সুহৃৎ, এই বলিয়াই অতি যত্নপুরঃসর অম্বুজাক্ষ রাম তোমার মান করিবেন। সুগ্রীব রাজাও ইনি স্বপিতৃর সখা, ইহা বিবেচনা করিয়া সম্মান করিবেন। রাম ও সুগ্রীবের ভৃত্য অন্য বানরেরা যে প্রভুর মান্য বলিয়া তোমার মান করিবে, ইহার আর কথা কি? অবশ্যই করিবে॥ ৪৯॥

সুগ্রীবস্যাঙ্গদ উত যদা ভ্রাতৃপুত্রোরহস্যা-
দাত্ত্বাং পৃচ্ছেত্বদতু সুসমং বুদ্ধিমত্তাং প্রকাশ্য।
প্রষ্টব্যো কস্ত্বমিতি হি সুহৃত্তস্য চাহং তদা ক-
শ্চেদিত্যুচ্যাং সলিলজ ভবানঙ্গদং তং স এবং॥ ৫০॥

অনুবাদ।

হে সলিলজ! সুগ্রীবের ভ্রাতৃপুত্র অঙ্গদ যেকালে রহস্যক্রমে তোমাকে যে প্রশ্ন করিবে, তৎকালে তুমি নিজের সুন্দর বুদ্ধিমত্তা প্রকাশ করিয়া বলিও। যদি অঙ্গদ তোমাকে কস্ত্বং এই প্রশ্ন করে, তবে (ক শব্দ দ্বারা সূর্য্য, এই অভিপ্রায়ে) আমি তাঁহার সুহৃৎ, এই কথা বলিও। যদি জিজ্ঞাসা করে, তৎশব্দ দ্বারা কঃ অর্থাৎ কি? তবে তুমি পূর্ব্ববৎ সূর্য্যাভিপ্রায়ে সঃ, এইরূপ অঙ্গদকে উত্তর করিও॥ ৫০॥

প্রশ্নেঽভিখ্যা তব কথয় কেত্যীক্ষ সাক্ষাচ্ছরীরে
কা সংজ্ঞেতি প্লবগবর মে জ্ঞানমাস্তেঽখিলেষু।
জিজ্ঞাস্যো চ ক্ব তব বসতিঃ সাস্তি সর্ব্বত্র নূন-
মিত্যুক্ত্বা তং বদতু প্রকটং নামধামাদিকস্তে॥ ৫১॥

অনুবাদ।

যদি প্রশ্ন করে, তোমার অভিখ্যা অর্থাৎ নাম কি? তবে তুমি শোভাভিপ্রায়ে উত্তর করিও, যে সাক্ষাৎ শরীরে দেখ। যদি জিজ্ঞাসা করে, তোমার সংজ্ঞা কি? তবে তুমি জ্ঞানাভিপ্রায়ে বলিও, যে হে প্লবগবর! আমার অখিল পদার্থে জ্ঞান আছে। যদি জিজ্ঞাসা করে, তোমার বসতি কোথায়? তবে তুমি রাত্রি অভিপ্রায়ে বলিও, যে সে নিশ্চয় সর্ব্বত্রই আছে। এইরূপ কথাবার্ত্তা বলিয়া অঙ্গদকে প্রকাশ করিয়া তোমার নাম ও নিবাস স্থানাদি বলিও॥ ৫১॥

কীশাধীশাঙ্গদকপিমথোবায়ুপুত্রং কপীন্দ্রং
মুখ্যানন্যানপি কপিচয়ান্ ভল্লুকেন্দ্রাদিভল্লান্
আশীর্ব্বিজ্ঞাপয়তু মম হে পদ্ম ভূয়ো বদেচ্চ
শীঘ্রং যূয়ং জলধিবসনাপুত্রিকামুদ্ধরেত ॥ ৫২ ॥

অনুবাদ।

হে পদ্ম! তদনন্তর বানরাধিপতি অঙ্গদকে ও কপীন্দ্র বায়ুপুত্রকে ও অন্যান্য প্রধান বানরদিগকে ও ভল্লুকপতি প্রভৃতি ভল্লুকগণকে আমার আশীর্ব্বাদ বিজ্ঞাপন করিও, এবং এ কথাও বলিও, যে তোমরা শীঘ্রই পৃথ্বীপুত্রী সীতাকে উদ্ধার কর ॥ ৫২ ॥

অদ্যৈতন্মে কমল রুচকং কঙ্কণস্থানমুচ্চং
তত্তাড়স্যস্থলমিহগতং সোঽপ্যগাৎ কণ্ঠদেশং।
গ্রীবাভূষা মম শিরমগাৎ তৎস্থভূষাঽত্যজত্ত-
দেষা ধীরোত্তম বিঘটনোপস্থিতিস্তদ্বিয়োগাৎ ॥ ৫৩ ॥

অনুবাদ।

সীতা ছলক্রমে নিজের অবস্থা জানাইতে বলিয়াছিলেন। হে কমল! এস্থানে অদ্য আমার এই রুচক অর্থাৎ অঙ্গুরীয়ক, উচ্চ কঙ্কণ স্থানে গিয়াছে। সে কঙ্কণ তাড় স্থলে অর্থাৎ বাহুদেশে গিয়াছে। তাড়, সেও কণ্ঠদেশ গিয়াছে, আমার গ্রীবাভূষাও শিরঃপ্রদেশ গিয়াছে। শিরস্থ ভূষণ উচ্চস্থান প্রাপ্ত না হইয়া শিরকে ত্যাগ করিয়াছে। হে ধীরোত্তম! রামচন্দ্রের বিয়োগ অর্থাৎ তিনি সমীপে না থাকা হেতু এই সকল বিঘটন উপস্থিত হইয়াছে। ফলতঃ অত্যন্ত কৃশা হইয়াছেন, ইহাই ছলে বলা হইয়াছে ॥ ৫৩ ॥

বক্তব্যঞ্চ স্ফুটমিতি নচেদ্যোগ্যতাহীনবুদ্ধ্যা
নৈতদ্বাক্যে প্রমিতিজননং তস্য পঙ্কেরুহ স্যাৎ।
কিন্ত্বস্মাকং মদনজনিতং দুঃখমেতাদৃশঞ্চ
নৈতদ্বাচ্যং সকৃদপি সখে সন্নিধৌ রাঘবস্য॥ ৫৪॥

অনুবাদ।

হে সখে পঙ্কেরুহ! এই পূর্ব্বোক্ত প্রস্তাব স্পষ্ট করিয়া বলিও, নচেৎ এ অসম্ভব বোধ করিয়া ঈদৃশ বাক্যে তাঁহার যথার্থ জ্ঞানোৎপত্তি হইবে না। কিন্তু মদনজনিত এতাদৃশ কষ্ট, রামের নিকট কদাপি বলিও না, তাহা হইলে তাঁহার অন্যথা জ্ঞান হইতে পারে॥ ৫৪॥

জ্ঞাপ্যো রামঃ সবিনয়নতির্লক্ষ্মণশ্চাশিষো মে
বক্তব্যৌ তৌ ননু বিরহতো বামসূন্ সংত্যজেৎ সা।
পৃচ্ছেত্তাং চেৎ কথমবনিজা সাস্তি কিং বা করোতি
কস্মিন্ স্থানে কথয়তু ভবানুত্তরং শীঘ্রমেষাং॥ ৫৫॥

অনুবাদ।

হে পদ্ম! রামকে আমার সবিনয় নতি জানাইও, লক্ষ্মণকে আশীর্ব্বাদ জানাইও, তাঁহাদিগকে এ কথাও বলিও, যে তোমাদের বিরহ সহ্য করিতে না পারিয়া সীতা প্রাণ পরিত্যাগ করিবে। যদি জিজ্ঞাসা করেন, সে সীতা কি অবস্থায় আছে এবং কি করিতেছে, কোন স্থানে আছে, তবে তুমি এই প্রশ্ন সকলের শীঘ্র উত্তর করিও॥ ৫৫॥

বর্ণো ধূল্যাবৃত ইহ মনো রাম তেঽগাৎ সমীপে
রক্ষোনাদং ধৃতিরপি সমাকর্ণ্য যাতাবৃতঞ্চ।
বাষ্পৈর্নেত্রদ্বয়মনশনৈঃ ক্ষীণতাং বাক্‌প্রযাতা
জ্ঞাতুং রক্ষোধিপতিমরণং জীব এবাস্তি তস্যাঃ ॥ ৫৬ ॥

অনুবাদ।

কি অবস্থায় আছে, তাহার উত্তর করিও। হে রাম! সীতার বর্ণ যে রূপ ছিল, তাহা এক্ষণে ধূলী দ্বারা আবৃত হইয়াছে। তাহার মন, তোমার নিকট গিয়াছে। রাক্ষসের নাদ শ্রবণ করিয়া তাহার ধৃতিও গিয়াছে। নেত্রজল দ্বারা নেত্রদ্বয় আবৃত হইয়াছে। ভোজনাভাবে তাহার বাক্যও ক্ষীণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু রাবণের মৃত্যু জানিবার নিমিত্ত এক্ষণে তাহার প্রাণমাত্রই আছে ॥ ৫৬ ॥

সা রম্ভায়াং খলু বিনিহিতে নালযুক্তারবিন্দে
সংস্থাপ্যৈকং নলিনমনিশং তৎস্থ রাজীবযুগ্মাৎ।
উৎপাদ্যাম্ভঃ কনকশিখরিপ্রান্তমানীয় ব্যাপ্যাং
সংপাত্যোর্ব্ব্যাং বিনিহিতবতীত্যদ্ভুতং যাতু হত্যৈ ॥ ৫৭ ॥

অনুবাদ।

কি করিতেছে, ইহার এই উত্তর করিও। সে সীতা, রম্ভা অর্থাৎ কদলী স্তম্ভেতে নিহিত করিয়াছে যে নালযুক্ত পদ্ম, তাহাতে এক পদ্ম স্থাপন করিয়া তত্রস্থিত পদ্মযুগ্ম হইতে জল উৎপাদন করিয়া সুবর্ণ পর্ব্বতের নিকট আনয়ন করিয়া বাপীতে পতন করাইয়া ভূমিতে পতন করাইতেছে। পদ্ম হইতে জল উৎপাদন অদ্ভুত, রাক্ষসের প্রাণনাশেরই নিমিত্ত। অর্থাৎ রম্ভা তুল্য ঊরূপরিভাগে হস্তযুক্ত করপদ্ম স্থাপন করিয়া তদুপরি মুখপদ্ম স্থাপন করিয়া তত্রস্থিত নয়নপদ্মযুগ্ম হইতে জল উৎপাদন করিয়া সুবর্ণশিখরি তুল্য স্তনদ্বয়ের নিকট আনয়ন করিয়া বাপী তুল্য নাভিতে পতন করাইয়া ভূমিতে পতন করাইতেছে। ফলতঃ এই অবস্থায় ক্রন্দন করাতে ঐ জল স্তননিকট হইতে নাভিতে পতিত হইয়া পৃথিবীতে পতিত হইতেছে ॥ ৫৭ ॥

তত্রানাম্নি প্রবসতি বনে হন্ত হে রাম দেবো
হা কিং মাং ন স্মরথ ইতি সা ভাষতে চাতিখিন্না।
অপ্রামাণ্যাৎ কথয়তু ন চাশোকনাম্নীতি বাক্যং
যস্মাচ্ছোকো ভবতি সুমহান্মে বনেঽস্মিন্ বসন্ত্যাঃ ॥ ৫৮ ॥

অনুবাদ।

কোন্ স্থানে আছে, ইহার উত্তর করিও। সে সীতা সেই অনাম বনে বাস করিতেছে। এবং হে রাম! হে লক্ষ্মণ! হা হন্ত! আমাকে তোমরা কেহই স্মরণ কর না, অতি খেদযুক্তা হইয়া ইহাও বলিতেছে। হে পদ্ম! সীতা অশোক নাম কাননে আছে, অপ্রামাণ্য হেতু এ কথা বলিও না। যেহেতু এ বনে বাস করত আমার মহৎ শোক হইতেছে ॥ ৫৮ ॥

নঞত্রৈষৎ প্রমুখবচনো নোভবেদ্ভূরি শোকাৎ
সাদৃশ্যার্থোঽপি চ ন বিপিনে শোকধর্ম্মাদ্যভাবাৎ।
বাহুল্যার্থোঽপি চ নহি ভবেল্লক্ষণাকল্পনাচ্চ
রূঢ়ং স্যাত্তৎপদমিতি বচঃ সুষ্টু নাদৃষ্টকল্পাৎ ॥ ৫৯ ॥

অনুবাদ।

নঞের, অভাব, ঈষৎ, অন্যোন্যাভাব, বিরোধ, অল্পতা, সাদৃশ্য, এই ছয় অর্থ। পূর্ব্ব শ্লোকে অভাবার্থ ঘটে না; ইহা বলিয়া এক্ষণে অন্য পাঁচ অর্থও হইতে পারে না, ইহা বলিতেছেন। এ স্থলে নঞ ঈষদাদ্যর্থ বাচী হইতে পারে না; যেহেতু ভূরিশোক হইতেছে। আদি-শব্দ-গ্রাহ্য অন্যোন্যাভাব, বিরোধ, অল্পতা, এতত্রয়। সাদৃশ্য বাচীও ঘটে না। যেহেতু অশ্রুমোচনাদি রূপ শোকের ধর্ম্ম বনে নাই। বাহুল্যার্থও বলা যায় না। যেহেতু লক্ষণাকল্পনা হয়। অশোক পদ কেবল রূঢ়, অর্থাৎ তাহার কিছুই অর্থ নাই, এবাক্যও সুন্দর হয় না। যেহেতু অদৃষ্ট কল্পনা করা হয়। হে পদ্ম! অতএব " অনামবন " বলাই ভাল ॥ ৫৯ ॥

কিং বালাপৈঃ কমল ভবতা তৎ সমীপেঽদ্য গত্বা
ভূয়োভূয়ঃ প্রিয়তমপদে বেদনং মে নিবেদ্যং।
তীর্ত্বা পাথোনিধিজলমিদং দুঃখপাথোধিমগ্নাং
সীতাং খিন্নাং তব বিরহতঃ শীঘ্রমুত্তোলয়েতি ॥ ৬০ ॥

অনুবাদ।

এক্ষণে প্রকৃত কথা উপসংহার করিয়া বলিতেছেন। হে কমল! অন্য অধিকালাপে কি ফল? তুমি অদ্যই তাঁহার সমীপে যাইয়া সেই প্রিয়তমপদে আমার নিবেদন পুনঃপুনঃ এইরূপে জ্ঞাপন করিও যে, হে রাম! এই সমুদ্রজল পার হইয়া দুঃখসাগরে মগ্না ও তোমার বিরহে খেদযুক্তা সীতাকে শীঘ্র উত্তোলন কর॥ ৬০ ॥

সুপ্রখ্যাতস্ত্রিপুরমথনোত্তংসবংশাবতংসো
ধন্যোমান্যো নৃপতিতিলকঃ শ্রীনরেন্দ্রাভিধানঃ।
পুণ্যাধারো গুণিযুতবিহারাখ্যদেশাধিপো য
স্তস্যাদেশাৎ শিশুগণমনোমোদনায়াতিযত্নাৎ ॥ ৬১ ॥

অনুবাদ।

কাব্য রচনার কারণ দেখাইতেছেন। মহাদেবের উত্তম বংশজাত অতি প্রখ্যাত ও ধন্য ও মান্য ও নৃপতিদিগের তিলকস্বরূপ এবং নিখিল পুণ্যের আশ্রয়ভূমি ও নানা গুণিযুক্ত বিহারাখ্য দেশের অধিপ শ্রীমন্নরেন্দ্রনারায়ণাখ্য যে মহারাজা, তাঁহার আদেশানুসারে শিশুগণের মনোহর্ষনার্থ অতি যত্ন পুরঃসর এই পুস্তক রচিত হইল॥ ৬১ ॥

আসীদেকো ধরণিবিবুধশ্চন্দ্রনাথাভিধানঃ
সূনুস্তস্যাখিলগুণযুতো বিপ্র আনন্দনাথঃ।
তৎপুত্রোঽক্ষিদ্বিপঘনশকে সিদ্ধনাথাখ্য বিপ্র-
স্তদ্দেশস্থোব্যরচয়দিদং পদ্মদূতাখ্য কাব্যম্॥ ৬২ ॥

অনুবাদ।

কোন্ ব্যক্তি কর্ত্তৃক বিরচিত হইল, এক্ষণে তাহার পরিচয় দিতেছেন। পৃথিবীর সুপণ্ডিত চন্দ্রনাথ নামিক এক ব্যক্তি ছিলেন, তাঁহার পুত্র সমস্ত-গুণাধার আনন্দনাথাখ্য এক প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন, তাঁহার পুত্র পূর্ব্বোক্ত বিহার দেশস্থ সিদ্ধনাথ বিপ্র অক্ষি দ্বিপ ঘন শকে অর্থাৎ সপ্তশত দ্ব্যশীতি শকাব্দে এই পদ্মদূত নাম নূতন কাব্য রচনা করিল ॥ ৬২ ॥

ইতি শ্রীসিদ্ধনাথ শর্ম্ম-বিদ্যাবাগীশ-বিরচিতং
পদ্মদূতকাব্যং সম্পূর্ণম্।